বৈচিত্র্যময় নতুন কারিকুলাম

শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কারিকুলাম শিখন শেখানো পদ্ধতি কে বৈচিত্র্যময় করে তুলবে। আমি কলেজের গণিত বিষয়ে একজন প্রভাষক। নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে আমাদের এখনো কোনো তোরজোর বা প্রশিক্ষন শুরু হয়নি। ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণীর সব বইগুলো এখনো সব ভালো করে পড়ে দেখার সুযোগ হয়ে ওঠেনি তবে মুক্তপাঠ থেকে নতুন শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কারিকুলাম সম্পর্কে জানার প্রয়োজনেই সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছায় মুক্ত পাঠের দেওয়া নতুন কারিকুলাম এর উপরে প্রশিক্ষণের কোর্স গুলো সম্পন্ন করেছি যা থেকে এটুকু উপলব্ধি করেছি যে নতুন কারিকুলাম যুগোপযোগী এবং বর্তমান সময় উপযোগী।

নতুন কারিকুলাম এর প্রবক্তা হচ্ছেন আমেরিকান educational theorist david Allen Kolb তাই তার নাম অনুসারে পদ্ধতিকে বলা হয় Kolb's Learning cycle.
এ পদ্ধতিতে শিখনের চারটি ধাপ রয়েছে

১/প্রেক্ষাপট নির্ভর শিখন।
২/প্রতি ফলন মূলক পর্যবেক্ষণ।
৩/বিমূর্ত ধারণায়ন।
৪/সক্রিয় পরীক্ষণ।

সময়োপযোগী একবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ বিশ্ব বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। যোগ্যতার মূলত চারটি ধাপ

১/জ্ঞান
২/দক্ষতা
৩/দৃষ্টিভঙ্গি
৪/ মূল্যবোধ।

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি নতুন শিক্ষা ক্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সফল হবে।। শিক্ষাক্রম ২০২১ দেশপ্রেম ভিত্তিক সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক একই ধারায় এবং মাতৃভাষা ভিত্তিক। আমি আশা করি এর মধ্য দিয়ে আমাদের ঘুনে ধরা সমাজকে পরিবর্তন করে নিখাত সংস্কৃতির বৈষম্যহীন সম্প্রীতির সমাজ গড়ে উঠবে এবং শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত থাকবে। যার মধ্য দিয়ে একটি সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে এবং দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। নতুন শিক্ষাক্রমের পড়াশোনা হবে আনন্দঘন পরিবেশে ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ায় অধিক আগ্রহ তৈরি হবে। নতুন শিক্ষাক্রমে বিষয়বস্তু ও পাঠ্যপুস্তকের বোঝা কমে যাবে। শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে ও শিখতে হবে অনেক গভীরভাবে। শিক্ষা হবে ব্যবহারিক হাতে কলমে। এতদিন যে মুখস্ত নির্ভর বিদ্যা ছিল তার একটা আমল পরিবর্তন আসবে এতে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটবে। শিক্ষার্থীরা প্রতিটি বিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে। শিক্ষাক্রম ২০২১ এ মুখস্ত নির্ভরতার বদলে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রম ভিত্তিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকারের কথা বলা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা,শরীর চর্চা ও অন্যান্য কার্যক্রমে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৩ সালে ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণী এই শিক্ষা ক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। ২০২৪ সালে এর সঙ্গে তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণী এবং অষ্টম ও নবম শ্রেণী এই শিক্ষাক্রমের আওতায় আসবে। ২০২৫ সালের একাদশ শ্রেণি যুক্ত হবে। শিক্ষাক্রম ২০২১ আন্তর্জাতিক মান ও সময়ের চাহিদা বিবেচনা করে এই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যেটা সর্বজন স্বীকৃত এবং প্রশংসনীয়। দেশেও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে এই শিক্ষাক্রম ও এই শিক্ষা কারিকুলাম কে সবার মধ্যে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। সাধারণ জনগণ ও অভিভাবকদের এই শিক্ষা ক্রমের প্রতি উৎসাহিত করে তুলতে হবে আমাদের শিক্ষকদের।

৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সবাইকে পড়তে হবে দশটি বিষয়ে উপরে এর ফলে সকল শিক্ষার্থীরা সকল বিষয় ই পারদর্শী হয়ে উঠবে যার ফলশ্রুতিতে নিজেদের মধ্যে একটা ঐক্যবদ্ধ মনোভাব তৈরি হবে। দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের উপর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরে একাদশ শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষক অথবা অভিভাবকের চাপিয়ে দেওয়া নয় নিজের বিবেচনা ও পারদর্শিতার উপরে ভিত্তি করে নিজেই বিভাগ নির্বাচন করতে পারবে কারণ তখন তাদের মানসিকতার অনেক দৃঢ়তা আসবে। নিজের জন্য উপযোগী কোনটা তা বোঝার মত ক্ষমতা অর্জন করবে।

একাদশ শ্রেণির শেষে ও দ্বাদশ শ্রেণীর শেষে পরীক্ষা নেওয়া হবে এই পরীক্ষার ফলের সমন্বয়ে তৈরি হবে এইচ এসসি পরীক্ষার ফলাফল। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর নতুন কারিকুলাম শিক্ষার্থীদের মানসিক দৃঢ়তা ধরে রাখতে অনেকগুলো মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে যার ফলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিবেশকে মোকাবেলা করতে শিখবে। শিক্ষাক্রম ২০২১ এর নতুন কারিকুলাম এর শারীরিক ও মানুষের স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা বিষয়ে প্রজনন স্বাস্থ্য নামে একটি অধ্যায় রাখা হয়েছে যা ছেলে হোক মেয়ে হোক প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। এর ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের জীবনের বিভিন্ন বাধা সহজ অতিক্রম করতে শিখবে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কারিকুলাম এ" জীবন ও জীবিকা "নামক পেশা ভিত্তিক একটি বিষয় রাখা হয়েছে যা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে। আমি সব সময় লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের সব ঘরের ছেলে মেয়েরা কোন ধরনের কোন কাজই করতে চায় না। এমনকি এক গ্লাস জল গড়িয়েও খেতে পারে না। বড়দেরকে সম্মান করা ও ছোটদের স্নেহ করা তো ভুলেই গিয়েছে। মানবীয় গুণাবলী কে হারিয়ে ফেলেছে। এটা সত্যি ই দুঃখজনক এবং ভীতিকর। এরা কোন খারাপ পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রস্তুত করতে গিয়ে অনেক বিপদের সম্মুখীন হবে। বিপদের কথা কেউ বলতে পারে না আজ আমি আছি কালকে যে থাকবো তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু আমরা পারিবারিকভাবে চাইলেও ছেলে হোক মেয়ে হোক পারিবারিক কোন কাজ শিখাতে পারবো না তাই নতুন কারিকুলামে যে জীবন জীবিকা বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে রাখা হয়েছে যেখানে থেকে শিক্ষার্থীরা কৃষি সেবা ও শিল্পের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে যার জন্য এই শিক্ষাক্রম প্রনেতা গনকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে শুধু চারুকলা কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রমের কারিকুলামে শিল্প ও সাংস্কৃতি নামে একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে যেখানে চারুকলার পাশাপাশি নৃত্য কলা নাট্যকলা ও সংস্কৃত ইত্যাদি বিষয় আছে যা থেকে শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক চর্চা করতে পারবে এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উৎসাহিত হবে। সংস্কৃতি মনা মানুষ কখনো সাম্প্রদায়িক হয় না।

২০২১ শিক্ষাক্রমের কারিকুলামে আইসিটি বিষয়ের নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে ডিজিটাল প্রযুক্তি নাম দেওয়া হয়েছে যার মধ্য থেকে শিক্ষার্থীরা আইসিটির প্রাথমিক জ্ঞান ও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের সর্তকতা অনলাইন ক্রাইম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের নিয়ম কানুন শিখতে পারবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কারিগরী শিক্ষার কোন বিকল্প নেই তাই শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম ২০২১ নিঃসন্দেহে জীবনমুখী।

শিক্ষাক্রম ২০২১ এর মূল ভিত্তি অভিজ্ঞতা ভিত্তিক যার ফলে শিক্ষার্থীর মানবিক গুণাবলী বিকাশ ঘটবে এবং শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা সমাধানের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে।

২০২৩/২৪যেসব শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র পেশা কেমন হবে তা সম্পূর্ণ অজানা। এজন্য শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কারিকুলাম অনুসারে পরিবর্তিত ভবিষ্যৎ চতুর্থ বিশ্বায়নের যুগে পৃথিবীর সাথে ঘাপ খাওয়ানোর জন্য শিক্ষার্থীরা সক্ষমতা ও অভিযোজন ক্ষমতা অর্জন করবে।

এই শিক্ষা ক্রম প্রতিযোগিতামূলক নয় বরং সহযোগিতামূলক যা মূল্য সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক। দীর্ঘদিন ধরে নম্বর ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে যা আমাদের সমাজকে অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে ধাবিত করছে। কিন্তু নতুন শিক্ষাক্রম সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সহযোগিতামূলক।

নতুন শিক্ষাক্রমে পরীক্ষা পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত নেই কিন্তু শিখন কালীন মূল্যায়ন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন আছে যার ফলে শিক্ষার্থীরা সারা বছর সক্রিয় থাকবে সং বিদ্যালয় গামী হবে।

সঠিকভাবে পাঠদানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী করে টিচার্স গাইড তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষকগন শ্রেণীকক্ষের সঠিক ও সুন্দরভাবে পারদানের কাজটি সম্পন্ন করতে পারবেন।

শিক্ষাক্রম ২০২১ এর কারিকুলামে শিক্ষার্থী বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। তাই আমি একাধারে একজন শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে এই শিক্ষাক্রম প্রণেতা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কে সাদর সম্ভাষণ এবং

সাধুবাদ জানাই। একই সঙ্গে আমি বলতে চাই যে আমাদের সবার এই শিক্ষাক্রমে প্রতি পজিটিভ মানসিকতা ও আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ কে সবার এক সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে নতুন কারিকুলাম হলো বৈচিত্র্যময়। উদ্দেশ্য যেহেতু সৎ তাই সাফল্য আসবেই।